তথ্য পুঞ্জি

ওশান পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনবল ফিশারীজ এন্ড বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন- মডেল্‌স ফর ইনভেশন এন্ড রিফরম: বে অফ বেঙ্গল প্রজেক্ট

ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন প্রজাতীর টুনা ও টুনা জাতীয় মাছ

লম্বাপাখা টুনা *(Thunnus alalunga)*

এ প্রজাতীর টুনা ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত এলাকায় দলবদ্ধভাবে চলাচল করে। এই প্রজাতীর টুনা মাছ কৌটাজাতকরণ (ক্যানিং) বা সলিড হোয়াইট টুনা হিসাবে বাজারজাতকরণ করা হয়। এই প্রজাতীর টুনা লম্বায় ১৪০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৬০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

লম্বাপাখা টুনা

বড়চৌক্কা টুনা *(Thunnus obesus)*

এ প্রজাতীর টুনা ক্রান্তীয় ও নাতিশিতোষ্ণ মহাসাগরে দেখা যায়। অন্যান্য প্রজাতীর তুলনায় ভারত মহাসাগরে বড়চৌক্কা টুনার আধিক্য কম। এই প্রজাতীর টুনা লম্বায় ২৫০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ২১০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সাসিমি হিসাবে এবং ঝলসিয়ে রান্নার জন্য এ টুনা বেশ জনপ্রিয়।

বড়চৌক্কা টুনা

ডোরাকাটা/স্কিপজ্যাক টুনা *(Katsuwonus pelamis)*

এ প্রজাতীর টুনা ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সাগরে দেখা যায়। এই প্রজাতীর টুনা লম্বায় ১০০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৩০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। ভারতের মূল ভূখন্ড এবং আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের সাগর এলাকায় ফাঁসজাল/ গিলনেট এবং লং লাইন দ্বারা এবং লাক্ষাদ্বীপে পোল ও লাইন দ্বারা এই প্রজাতীর টুনা ধরা হয়।

ডোরাকাটা/স্কিপজ্যাক টুনা

হলদেপাখা টুনা *(Thunnus albacares)*

এ প্রজাতীর টুনা ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলের মহাসাগরে দেখা যায়। এই প্রজাতীর টুনা সর্বোচ্চ লম্বায় ২৪০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ২০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। তবে ভারত মহাসাগরে ১৮০ সেন্টি মিটার দৈর্ঘের পর্যন্ত হলদেপাখা টুনা পাওয়া যায়। সাধারণত এ প্রজাতীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক টুনা সাগরের উপরিস্তরে এবং প্রাপ্তবয়স্ক টুনা উপরিস্তর ও সংলগ্ন গভীরতায় চলাচল করে। হলদেপাখা টুনা থেকে উচ্চমূল্যের সাসিমি পাওয়া যায়।

হলদেপাখা টুনা

কালো মারলিন *(Istiompax indica)*

এ প্রজাতীর টুনা প্রধানত ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলের মহাসাগরে দেখা যায়। এই প্রজাতীর টুনা লম্বায় ৪৬৫ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৭৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। খুবই দ্রুতগতির এ প্রজাতীর মাছ প্রতি ঘন্টায় ১২৯ কিলোমিটার বেগে সাঁতার কাটতে পারে।

কালো মারলিন

নীল মারলিন *(Makaira nigricans)*

এই প্রজাতীর মাছ লম্বায় ৫০০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৬৩৬ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। যাযাবর স্বভাবের এ প্রজাতীর মাছ উষ্ণ সাগরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। নীল মারলিন সাগরের উপরিস্তরে চলাচল করলেও প্রয়োজনে সাগরের গভীরে ডুব দিতে পারে।

নীল মারলিন

ডোরাকাটা মারলিন *(Kajikia audax)*

মারলিন প্রজাতীর অন্যতম সদস্য এই মাছটি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়। এ প্রজাতীর মাছ লম্বায় ৪২০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৪৪০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত লং লাইন দিয়ে মারলিন প্রজাতীর মাছ আহরণ করা হয়।

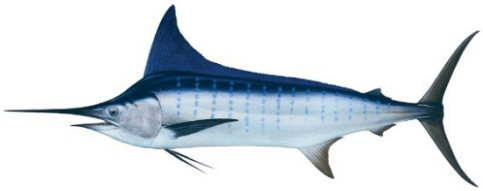

ডোরাকাটা মারলিন

সোর্ডফিশ *(Xiphias gladium)*

এই মাছ ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়। সোর্ডফিশ সাগরের ৫৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত দেখা যায়। এ প্রজাতীর মাছ লম্বায় ৪৫০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৬৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত লং লাইন দিয়ে এই প্রজাতীর মাছ আহরণ করা হয়।

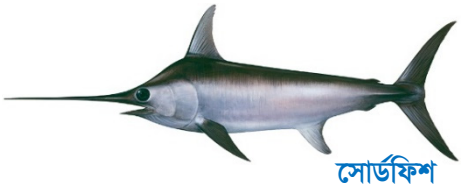

সোর্ডফিশ

পালতোলা মাছ *(Istiophorus platypterus)*

এই প্রজাতীর মাছ প্রধানত ভারত ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে দেখা যায়। এই মাছের একটি বিশেষত্ব হলো এর পিঠের পাখনাটি দেখতে নৌকার পালের মত। এছাড়া মাছের ঠোঁট সোর্ড বা মারলিন মাছের ঠোঁটের মত লম্বাটে হয়ে থাকে। এই মাছ সর্বোচ্চ লম্বায় ৩৫০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ১০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

পালতোলা মাছ

বুলেট টুনা *(Auxis rochei)*

এই উপকূলীয় টুনা সাধারণত ২৫-৪০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। এই মাছ সর্বোচ্চ লম্বায় ৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই অঞ্চলে যে সকল মৎস্যজীবী টানাজাল (Drift net) ব্যবহার করে মাছ ধরেন তাদের জন্য এই মাছ খুবই গুরুত্বপূর্ন। মৎস্য আহরণের সময় বুলেট টুনা ও ফ্রিগেট টুনা একসাথে পাওয়া যায়।

বুলেট টুনা

ফ্রিগেট টুনা *(Auxis thazard)*

এই উপকূলীয় টুনা বা ম্যাকারেল সাধারণত ২৫-৪০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় পাওয়া যায়। তবে এটি মাছে ধরার জালের আকার, মৌশুম এবং এলাকার উপর নিভ্র করে। সাধারণত টানাজাল (Drift net) ব্যবহার করে এই মাছ ধরা হয়।

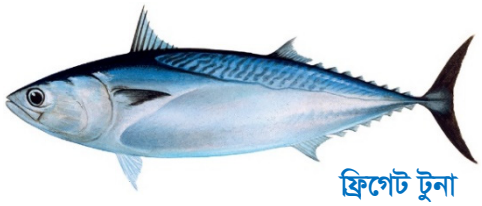

ফ্রিগেট টুনা

কাওয়াকাওয়া *(Euthynnus affinis)*

এই উপকূলীয় ম্যাকারেল সাধারণত ১৮-২৯ ডিগ্রী উষ্ণ সাগরাঞ্চলে পাওয়া যায়। ভারতে উৎপাদিত টুনা ও টুনা জাতীয় মাছের মধ্যে এই জাতের অবদান প্রায় ৪২ শতাংশ। এই মাছ সাধারণত টানা ফাঁসজাল/গিলনেট দ্বারা ধরা হয়। ২৫-৪০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় পাওয়া যায়। তবে এটি মাছে ধরার জালের আকার, মৌশুম এবং এলাকার উপর নিভ্র করে। সাধারণত টানাজাল (Drift net) ব্যবহার করে এই মাছ ধরা হয়।

কাওয়াকাওয়া

লম্বালেজা টুনা *(Thunnus tonggol)*

এই উপকূলীয় টুনা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বরাবর পাওয়া যায়। এই প্রজাতীর টুনা সর্বোচ্চ লম্বায় ১৪৫ সেন্টি মিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত আহরিত টুনা মাছের মধ্যে ৪০-৭০ সেন্টি মিটার দৈর্ঘ্যের টুনার আধিক্য দেখা যায়। সাধারণত গিলনেট, হুক ও লং লাইন দিয়ে এই প্রজাতীর টুনা আহরণ করা হয়।

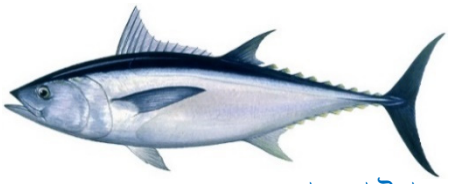

লম্বালেজা টুনা

লম্বাদাগওয়ালা টুনা *(Sarda orientalis)*

এই উপকূলীয় প্রজাতীর টুনা দীঘল শরীরের টুনা সাধারণত ভারত ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই প্রজাতীর টুনা সর্বোচ্চ লম্বায় ১০০ সেন্টিমিটার এবং ওজনে ১০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। তবে ভারতে আহরিত মাছের মধ্যে ৩০-৫০ সেন্টি মিটার দৈর্ঘ্যের মাছের আধিক্য দেখা যায়। সাধারণত টানা গিলনেট দিয়ে এই প্রজাতীর টুনা আহরণ করা হয়।

লম্বাদাগওয়ালা টুনা

শ্বাদন্ত টুনা *(Gymnosarda unicolor)*

চিকন ও দীঘল শরীরের এই জাতের টুনা সাধারণত ভারত ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই প্রজাতীর টুনা সর্বোচ্চ লম্বায় ২৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে ভারতে ৪০-৬০ সেন্টি মিটার দৈর্ঘ্যের মাছ বেশী ধরা পড়ে। সাধারণত ফাঁসজাল/গিলনেট দিয়ে এই মাছ ধরা হয়।

শ্বাদন্ত টুনা

Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organisation
91, St. Mary's Road, Abhiramapuram, Chennai 600 018, India
Phone: +91-44-24936188, 24936294; Fax: +91-44-24936102; Email: admin@bobabnj.org; info@bobpigo.org